সংবাদ

তারিখ ... 01 FEB 20[illegible] ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

'প্রধান শিক্ষকের প্রতারণা'

টঙ্গীতে শেষ দিনও প্রবেশপত্র পায়নি ১৪৩ পরীক্ষার্থী

❑ বিদ্যালয়ে ভাঙচুর আগুন

প্রতিনিধি, টঙ্গী (গাজীপুর)

এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র না পেয়ে বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা। প্রবেশপত্রের জন্য সপ্তাহব্যাপী অপেক্ষার প্রহর শেষে শনিবার সন্ধ্যায় টঙ্গীর মিলগেট এলাকার মুন্নু ফাইন কটন মিলস উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৪৩ জন এসএসসি পরীক্ষার্থী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিদ্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর পর একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা চালায়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গতকাল দুপুর ২টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। বিদ্যালয়টির পরীক্ষার্থীরা জানায়, টঙ্গীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গত ২৩ জানুয়ারি থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র বিতরণ **প্রবেশপত্র** : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

প্রবেশপত্র : পায়নি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শুরু হয়েছে। কিন্তু মুন্নু ফাইন কটন মিলস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তার স্কুলের পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র না দিয়ে আজ-না-কাল এভাবে অহেতুক কালক্ষেপণ করতে থাকেন। সর্বশেষ শনিবার প্রবেশপত্র বিতরণের আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক। কিন্তু প্রবেশপত্র আনতে গিয়ে পরীক্ষার্থীরা প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ে পাননি। দিনভর অপেক্ষার প্রহর শেষে শনিবার সন্ধ্যায় হতাশাগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রধান শিক্ষকও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়ায় এক পর্যায়ে পরীক্ষার্থীরা চড়াও হয়। এ সময় তারা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পরে মহাসড়কে অবরোধ সৃষ্টি করতে গেলে পুলিশ এসে তাদের নিবৃত্ত করে।

এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থী মোর্শেদা আক্তার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেয়ার শেষ দিন, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেলেও প্রধান শিক্ষক আবদুল হাই স্যারের দেখা না পেয়ে আমরা দুশ্চিন্তায় আছি। পরীক্ষার্থী রনি জানায়, গত ১০ বছর যাবত আমি এই স্কুলে পড়ালেখা করছি। সরকারিভাবে ফরম ফিলাপের জন্য ১ হাজার ৭৫০ টাকা নির্ধারিত ফি জমা দেয়ার নিয়ম থাকলেও আমার কাছ থেকে সাড়ে ৬ হাজার টাকা নিয়েছে। তারপরও আমার রেজিস্ট্রেশন হয়নি। প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির কারণে আমাদের জীবন আজ অনিশ্চয়তার পথে। আমরা কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না। এবারও আলোচিত মন্নু স্কুলের নিয়মিত ২৩ জন পরীক্ষার্থীসহ বিভিন্ন স্কুলের মোট ১৪৩ জন পরীক্ষার্থী স্কুলটির মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। স্কুলটির প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন ও ফরম ফিলাব বাবদ মোটা অঙ্কের টাকা তসরুফের কারণে গত বছর স্কুলটির নিবন্ধন বাতিল করে মাউশি কর্তৃপক্ষ। ফলে এবার টঙ্গীর বনমালা রোডের ধূমকেতু স্কুলের মাধ্যমে মন্নু স্কুলের মোট ১৪৩ জন পরীক্ষার্থীর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলেন, গত দুই বছরে প্রধান শিক্ষক ও তার সহযোগীদের দুর্নীতির কারণে রেজিস্ট্রেশন বন্ধ রয়েছে। প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও চারিত্রিকগত সমস্যার কারণে বিদ্যালয়টির এই দশা হয়েছে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল হাই মুঠোফোনে বলেন, প্রবেশপত্রের জন্য শনিবার শিক্ষাবোর্ডে গিয়েছিলাম। আমি যাওয়ার একটু আগে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার অফিস থেকে বেরিয়ে যান। ফলে অল্পের জন্য প্রবেশপত্রগুলো সংগ্রহ করতে পারিনি।

এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকারের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, মাউশিতে মুন্নু ফাইন কটন মিলস উচ্চ বিদ্যালয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। দুর্নীতির কারণে গত বছর তাদের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে। উল্লেখ্য গত বছর বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এই স্কুলে পরীক্ষা দেয়ার নামে ফরম পূরণের জন্য ৩০ হাজার টাকা করে নিয়েও অনেক ছাত্রছাত্রীকে প্রবেশপত্র দিতে পারেনি।